রামচরিতকথা ঃ পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা

স্বামী সুপর্ণানন্দ

শ্রীমৎ গোস্বামী তুলসীদাসজী বিরচিত শ্রীরামচরিতমানস ● *বঙ্গানুবাদ ঃ* ***মনীষা মজুমদার*** ● *প্রকাশক ঃ* ***অর্ঘ্যকুসুম মজুমদার, জেড-১৩, পঞ্চসায়র, কলকাতা-৯৪*** ● *মূল্য ঃ* ***২৫০ টাকা*** ● *পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৫২৮* ● *প্রকাশকাল ঃ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।*

‘শ্রীরামচরিতমানস’ হিন্দিভাষী অঞ্চলকে মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের ভাবে আন্দোলিত রেখেছিল মধ্যযুগে; সে-কাজ এখনো সমবেগে চলেছে। বঙ্গাভাষাভাষীদের কাছে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন কৃত্তিবাসের রামায়ণে যেমনভাবে বিধৃত হয়ে আছে, তেমনভাবেই গৃহীত হয়েছে। একসময় বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পঠিত হতো। এখনো গ্রামে কোন কোন হিন্দুদের বাড়িতে সন্ধ্যায় সুর করে রামায়ণ পাঠ হয়।

কিন্তু ‘শ্রীরামচরিতমানস’-এর আবেদন আমাদের কাছে তেমন করে ধরা পড়েনি; তার কারণ তুলসীদাসের রচনার ভাষা প্রাকৃত হিন্দি। ঠিক যেমন বাংলাভাষার ক্ষেত্রে চর্যাপদ। সেই মহামূল্যবান ধর্মপুস্তকটির সুললিত বঙ্গানুবাদ করলেন মনীষা মজুমদার। গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন—**শ্রীমৎ গোস্বামী তুলসীদাসজী বিরচিত শ্রীরামচরিতমানস**। স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজীর আশীর্বাণীটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কুন্তলা দত্তের মুখবন্ধ থেকে জানতে পারি—এই অনুবাদে (১) অনেক দোঁহা এবং চৌপাই বাদ পড়েছে; (২) মূল বাদ দিয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে এবং (৩) তিনি এও বলেছেন ঃ “কেউ যদি মূল রামচরিতমানস পড়তে আগ্রহী হন তবেই শ্রম সার্থক।” আমাদের মনে হয়েছে, কোন পরবর্তী সংস্করণে এই অনুবাদটি যদি কোনকিছুই বাদ না দিয়ে, সম্পূর্ণভাবে মূল ‘রামচরিতমানস’-এর অনুসরণে করা হয়, তবে পাঠককে আর মূল ‘রামচরিতমানস’ খুঁজে বেড়াতে হবে না।

এ এক মহাজীবনের গ্রন্থ, এর যেকোন অংশই আমাদের আগ্রহকে, মনকে নিবিষ্ট করে রাখে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মূল শ্লোকের নিচেই অনুবাদ আছে। সহজ, সরল এবং মূলানুগ। কী পরিশ্রমই না তিনি করেছেন! প্রভু তাঁর পারমার্থিক মঙ্গলবিধান করুন—এই প্রার্থনা জানাই।

তুলসীদাসজীর মত এই যে, ‘শ্রীরামচরিতমানস’ স্বয়ং মহাদেব কর্তৃক রচিত। তিনি এটি রচনা করে নিজ মানসে রেখেছিলেন, পরে সময়মতো দেবী পার্বতীকে বলেছিলেন। শিব কাকভূশণ্ডিকে তারপরে বলেছিলেন। কাকভূশণ্ডি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে, যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজ মুনিকে বলেছিলেন। তুলসীদাসজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শিবের কৃপায় সদ্বুদ্ধি পেয়েই তিনি ‘রামচরিতমানস’-এর কবি হতে পেরেছেন। মহাদেব স্বয়ং ‘রামনাম’ জপ করেন, তাঁর দর্শনলাভে তিনি রোমাঞ্চিত হন, এসব দেখে সতী বিস্মিত। তিনি জানতে চাইলেন, শ্রীরামের প্রতি এত ভক্তি কেন? তিনি তো পত্নীবিরহে উন্মাদের মতো প্রাকৃত লোকের ন্যায় ঘুরছেন! তিনি তোমার আরাধ্য দেবতা কীসের জন্য? শিব বললেন ঃ যাও, পরীক্ষা কর! সতী তখন শ্রীরামের সামনে দিয়ে সীতার রূপ ধরে যেতে লাগলেন। অন্তর্যামী শ্রীরাম তখন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই অরণ্যে আপনি একাকী কী হেতু ভ্রমণ করছেন, বৃষকেতু শিব কোথায়? এদিকে শিব সতীকে ত্যাগ করে কৈলাসে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন। কারণ, সতী সীতারূপ ধারণ করেছেন। গুরুপত্নী সীতা গুরুর মতোই মান্য; স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সেখানে অচল। সতী তা বুঝতে পেরে অন্তর্জ্বালায় ক্লিষ্ট হলেন। সতী শ্রীরামচন্দ্রকে নিশ্চয়ই প্রার্থনা করেছেন, এই দেহ যেন শীঘ্রই নাশ হয়। দক্ষযজ্ঞে তাই হল; জন্ম হল পার্বতীর। বালকাণ্ডে এইসবের অবতারণা আছে। কিন্তু মূল শ্লোকগুলি দেওয়া হয়নি। বাল্যলীলার বর্ণনা অতি সুন্দর।

অযোধ্যাকাণ্ডের শুরু শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক দিয়ে। শ্রীরাম তা শুনে বললেন ঃ

এই পবিত্র বংশে এটি একটি অনুচিত প্রথা। কনিষ্ঠ ভাইয়ের বিহনে শুধু জ্যেষ্ঠের রাজ্যাভিষেক হবে। মন্থরার উপদেশ শুনে কৈকেয়ীর ক্রোধ ঃ ঘরভাঙানি, চুপ কর। আবার এমন কথা বললে তোর জিভ কেটে দেব।

রাজত্বের শৃঙ্খলবন্ধনে পড়তে হবে না। শ্রীরাম অরণ্যবাস হবে জেনে কী খুশি! সীতাও সঙ্গে যাবে শুনে কৌশল্যার ভাবনা ঃ হে রাম, যে ছবিতে বানর দেখলেই ভীত হয়—সেই সীতা কেমন করে বনে বাস করবে ! বনবাসে যাচ্ছেন শ্রীরাম।

তিনি আগে, মাঝে সীতা, পিছনে লক্ষ্মণ (বাল্মিকীর রামায়ণে লক্ষ্মণ আগে, শ্রীরাম পিছনে, উভয়ের মাঝে সীতা)। শ্রীরামকৃষ্ণ একে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এ যেন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়া।

ভরতকে ভরদ্বাজ মুনি সান্ত্বনা দিলেনঃ জননীর কাজে মনে দুঃখ পেও না। তাঁর দোষ নেই। মা সরস্বতীই তাঁর বুদ্ধি বিপরীত করে দিয়েছেন। ভরতের চরিত্র অদ্ভুত। তুলসীদাসের মতেঃ যে নিয়মিত ভক্তিসহ ভরতচরিত্র শোনে, তার শ্রীসীতারাম-চরণে প্রেম আর বিষয়-সংসার রসে অবশ্যই বিরাগ জন্মে।

এরপর অরণ্যকাণ্ড। প্রথমেই অত্রিমুনির দর্শন, তাঁর বন্দনা শ্রীরামকে। সেখান থেকে শরভঙ্গমুনির আশ্রম। কিছুকাল পর শ্রীরাম অগস্ত্যমুনির কাছে দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীতে বাস করার নির্দেশ পেলেন। লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝালেনঃ যে বাক্যে, কর্মে ও মনে আমারই শরণাগত হয়ে থাকে এবং কামনারহিত হয়ে আমার ভজনা করে—তার হৃদয়পদ্মে আমি সর্বদা বিশ্রাম করি। এই পর্বে শূর্পণখার নাক কাটা হল। রাবণকে যুদ্ধে আহ্বানের সূচনাপর্ব এটি। তারপরই শ্রীরামের অনুরোধে, লক্ষ্মণের অন্যত্র গমনের সুযোগে, সীতা রামচন্দ্রের মনোরম নরলীলা আস্বাদনের জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করলেন আর অগ্নি থেকে উঠে এলেন তাঁরই অনুরূপ 'ছায়াসীতা'। এটি তুলসীদাসজীর সৃষ্টি। এই 'ছায়াসীতা'কেই রাবণ হরণ করেন। জটায়ু, কবন্ধ, শবরী উদ্ধারের উপাদেয় কাহিনিও এই পর্বে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বানরের সাহায্যলাভ এবং বিশেষ করে হনুমানের সাক্ষাৎকার অন্যতম প্রধান ঘটনা। শ্রীরাম নিজ ভক্তকে চিনলেন এবং বললেনঃ তুমি ভাই লক্ষ্মণের চেয়েও দ্বিগুণ প্রিয়। আমি সমদর্শী হলেও সেবক আমার বেশি প্রিয়, সে যে অনন্যশরণ। সুন্দরকাণ্ডে রয়েছে সীতার অন্বেষণ। মহাবীর অবশেষে অশোক বনে তাঁর সন্ধান পেয়েছে। সে সীতাকে আশ্বাস দিচ্ছেঃ মা গো, প্রভুর নিষেধ, নইলে তোমাকে এক্ষুণিই নিয়ে যেতে পারতাম। দেবী জানকী তো চিন্তায় আকুলঃ সে কী কথা, তুমি এত ছোট! তুমি ও তোমার বানরসেনারা রাবণের সঙ্গে পারবে কেন? মহাবীরের উত্তরঃ মা, সন্তান তো ছোটই থাকে; তবে মায়ের যখন দৃষ্টি পড়েছে তখন সে-সন্তান কী আর ছোট থাকে? এই দেখ।—এই কথা বলে মহাবীর বিশাল আকার ধারণ করে সীতাকে আশ্বস্ত করলেন। হিন্দিভাষী অঞ্চলে যাঁরা রামায়ণগান করেন তাঁরা এই এক-একটি ভাবকে নিয়ে চমকপ্রদ আলোচনা করেন। রাবণকে মহাবীর অনুরোধ করেছিল, তোমার ভুল শুধরে নাও। বংশরক্ষার জন্য ভক্তভয়হারী ভগবানের ভজনা কর। এছাড়া তাকে সাবধান করে মহাবীর বলেছিলেন, যে শ্রীরাম-বিমুখ তার কেউ ত্রাতা নেই।

বিভীষণের অনুনয়-বিনয়-প্রার্থনা বিফল হল। রাবণ তাঁকে বললেনঃ আমার রাজ্যে বাস করে তুই তপস্বীর ওপর ভালবাসা ভক্তি রাখবি, যা সেই তপস্বীকে গিয়ে তোর নীতিবাক্য শোনা।—এই বলে রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করলেন। বিভীষণ চলে যেতেই রাবণের সব বৈভব নষ্ট হল।

এরপর লঙ্কাকাণ্ড—লঙ্কাদহন প্রকৃত অর্থে। লঙ্কায় যেতে সেতু রচনা দরকার। জাম্বুবান জোড়হাতে শ্রীরামকে বললেনঃ প্রভু, তোমার নামই সেতু—ভবসাগর পার হওয়ার জন্য। শ্রীরাম সেতুবন্ধে পবিত্র শিবলিঙ্গ স্থাপন করলেন। বললেনঃ শিববিরোধী যারা—তারা আমাকে স্বপ্নেও পাবে না। আর যে রামেশ্বর দর্শন করবে, সে দেহান্তে বৈকুণ্ঠলোকে যাবে। এরপর রাবণবধ, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামসীতার মিলন এবং পুষ্পক বিমানে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে প্রত্যাবর্তন।

শেষে উত্তরাকাণ্ড। শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন। তিনি মিলিত হলেন ভরতের সঙ্গে, তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হল। মুনি-ঋষিদের আগমন, শিব-পার্বতীর মধ্যে কথোপকথন, কাকভূশণ্ডির মহিমা খ্যাপন, গরুড়ের মোহনাশ ইত্যাদি কাহিনির মধ্য দিয়ে 'রামচরিতমানস' শেষ হয়েছে। তুলসীদাসজী লক্ষ্মণ বর্জন, সীতার পাতালপ্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের তিরোভাব—এসব কাহিনি বর্ণনা করেননি।

যতদিন ভারতবর্ষ বেঁচে থাকবে, ততদিন রামচরিতকথার আবেদন অম্লান থাকবে। কারণ, পরিপূর্ণ জীবনের প্রতি ভারতের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় জীবনকে চালিত করে চলেছে। 'শ্রীরামচরিতমানস' সেই যাত্রাপথে চিরকাল রসদ যুগিয়ে যাবে।

ভক্তবৃন্দের কাছে মনের মতো একটি শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদিকা উপহার দিয়েছেন। সেজন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই কিছু নতুন চিন্তাভাবনা যুক্ত হবে। আমরা তাঁর কাছে আবেদন রাখছি—তিনি যেন রামনামের অনুবাদটুকুও যুক্ত করেন। ❑